দৈনিক বাংলা
তারিখ ...17/6/85... পৃষ্ঠা ...5... কলাম ...3...

সমন্বিত পাবলিক লাইব্রেরী

মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ পরিষদ এ যাবত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছিলো। সম্প্রতি সরকার বাংলাদেশ পরিষদকে বিলুপ্ত করে তা সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী কেন্দ্রগুলোয় একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন পিওন নিযুক্ত আছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারিককে কোন প্রকাশ নিয়োগ পত্রদান করা হয়নি। একমাত্র পিওনকেও উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। যার ফলে তাদের পরিবারে বাড়ছে আর্থনৈতিক সমস্যা। আর অপরদিকে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের। কারণ বেতনাভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন। আর তাই প্রায় সময়ই পাঠ কক্ষের দরজায় তালা ঝুলতে দেখা যায়। সে জন্যে পাঠক-পাঠিকা ছাত্রদের বহু ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিষদগুলোয় আলোচনা সভা বিতর্ক সভা রচনা প্রতিযোগিতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু বর্তমান সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী কেন্দ্রগুলোতে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। এটা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্যে নিশ্চয় কোন শুভ ব্যাপার নয়।

সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী গুলোকে শিক্ষা সংস্কৃতিমূলক কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে না। অথচ বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদে এধরনের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হতো। বর্তমানে অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদ যা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে তাতে কোন সাপ্তাহিকী সাময়িকী বা অন্যকোন পত্রপত্রিকা রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। একারণে যারা পত্রপত্রিকা কিনে পাঠ করতে পারে না তারা এসব পত্রপত্রিকা পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলতঃ মফস্বল এলাকাগুলোতে পাঠচর্চা দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের ছাত্রছাত্রীও সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের স্বার্থে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

—মোঃ শামীম মাহবুব
কলেজপাড়া গাইবান্ধা রংপুর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমস্যা

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কলেজ পরিদর্শনের মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দেশের বিজ্ঞপ্রকৌশলীবৃন্দ

কর্তৃক বহু যুগের আকাংক্ষিত বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসে একটি স্বর্ণ অধ্যায়। এই দরিদ্র দেশের প্রশাসন ইচ্ছা করলে যে সমস্যারই সমাধান করতে পারেন—বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রমাণ এই প্রচেষ্টা। গত ২১শে এপ্রিলের সন্ধ্যায় মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে সুদর্শন ফুলের তোড়া স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সঙ্গীতের সম্ভাষণে কলেজ ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ও বিজ্ঞ প্রকৌশলীদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্পূর্ণ কলেজ চত্বরে এক অভাবিত দৃশ্যের অবতারণা করেন। ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক, যাতায়াত ক্লাসরুমের স্বল্পতা খেলার মাঠ প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারী, উচ্চতর ক্লাসের জন্যে ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যাও একই ভাবে বিজ্ঞ প্রকৌশলী ও প্রশাসকগণ আশু সমাধা করে সতেরো হাজার ছাত্রছাত্রীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন এটাই একান্ত কাম্য। এ বিষয়ে দেশের সাংবাদিকদের দায়িত্বও অনস্বীকার্য বলে ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে।

রেহানা ইসলাম, আনোয়ারা বেগম মাজেদা খাতুন ও কল্যাণী মিত্র। শেষ বর্ষ এমএসসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।